রাজনীতিতে অর্থের নিয়ন্ত্রণ: একটি সূচনা

ডঃ ম্যাগনাস ওহমান
জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক অর্থ উপদেষ্টা, আই.এফ.ই.এস.

২০১৩

ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস

গ্রন্থস্বত্ব ২০১৩ ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস।
সকল সত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিবৃতিঃ এই প্রকাশনার কোন অংশ আই.এফ.ই.এস. এর লিখিত অনুমতি ছাড়া ফটোকপি, রেকর্ডিং, বা কোন তথ্য স্টোরেজ এবং আহরণ সিস্টেম দ্বারা বা কোনো ইলেক্ট্রনিক বা মেকানিক্যাল উপায়ে নকল করা যাবে না।

অনুমতির জন্য অনুরোধের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

- যে উদ্দেশ্যে অনুলিপি করা হবে তার বর্ণনা।
- যে উদ্দেশ্যে এবং যে পদ্ধতিতে এর প্রতিলিপি ব্যবহার করা হবে তার বর্ণনা।
- আপনার নাম, শিরোনাম, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নাম, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ই- মেইল ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা।

অনুমতি প্রাপ্তির জন্য সকল অনুরোধ নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করুনঃ

ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস
১৮৫০ কে স্ট্রিট, এন ডাব্লিউ, ষষ্ঠ তলা
ওয়াশিংটন, ডি. সি. ২০০০৬
ই- মেইলঃ editor@ifes.org
ফ্যাক্সঃ ২০২. ৩৫০. ৬৭০১

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত যে কোনো মতামত, ফলাফল, সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবেই লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত এবং তা কোনোভাবেই ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস এর অভিমতকে প্রতিফলিত করে না।

IFES সম্পর্কে

ইন্টারন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস (IFES) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে। আমাদের স্বাধীন অভিজ্ঞতা নির্বাচনী ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও স্থানীয়ভাবে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই সমাধান প্রদান করে।

গণতন্ত্রের উন্নয়নে এক বৈশ্বিক নেতা হিসেবে, আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অগ্রগতি সাধন করি:

- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে
- দুর্বল পক্ষকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ক্ষমতায়ন করে
- নির্বাচনী চক্র উন্নত করার লক্ষ্যে ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা প্রয়োগ করে

১৯৮৭ সাল থেকে, IFES উন্নয়নশীল গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিপক্ক এরূপ ১৩৫ টিরও বেশি দেশে কাজ করেছে। আরো তথ্যের জন্য, www.IFES.org এ যান।

সূচিপত্র

ভূমিকা..........২

রাজনীতিতে অর্থের সম্ভাব্য সমস্যাবলী..........৩

রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার..........৫

রাজনৈতিক অর্থায়নের বিধি- বিধান..........৭

প্রয়োগ..........১২

সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা..........১৩

উপসংহার..........১৫

সহায়তাসমূহ..........১৭

ভূমিকাঃ

"অর্থ রাজনীতির মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ"
জেসে উনরু (মার্কিন রাজনীতিবিদ এবং ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ট্রেজারার, ১৯২২-১৯৮৭)

যদিও দেশ, কাল ও অঞ্চলভেদে রাজনীতির গতি ও প্রকৃতির বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সমগ্র বিশ্ব তন্নতন্ন করে খুঁজলেও রাজনীতির এমন কোন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে না যেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই।

চিত্র ১- আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে রাজনৈতিক অর্থায়ন কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পৃক্ত

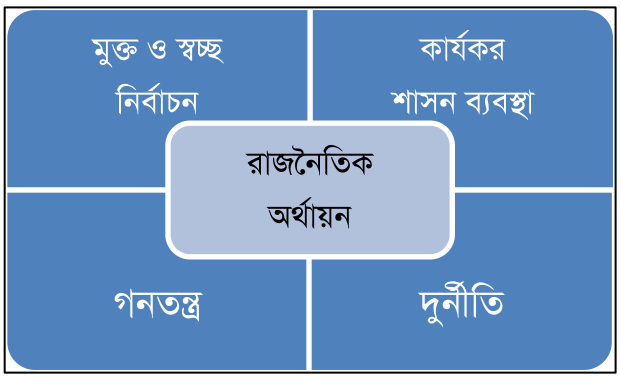

বর্তমানে "রাজনীতিতে অর্থ" অথবা "রাজনৈতিক অর্থায়ন" সম্পূর্ণভাবেই যেকোন আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সংগে সম্পৃক্ত। একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্য রাজনৈতিক অর্থায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরী কারণ এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপরই নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিদের, প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার মন্ত্র লুকিয়ে থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর একটি দেশের শাসনব্যবস্থা কতটা ভাল হবে তা নির্ভর করে, অন্যদিকে দুর্নীতি অতি সহজেই সুশাসনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

একটি উত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বদাই সরকার এবং তার নাগরিকদের মধ্যে একটি চলমান মতবিনিময় ব্যবস্থা থাকা জরুরী। আর এ প্রক্রিয়াটাকে সচল রাখার জন্যও দরকার হয় পর্যাপ্ত তহবিলের। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল এই যে, রাজনীতিবিদেরা যাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অপেক্ষা, যারা উক্ত তহবিলগুলোতে অর্থ যোগাচ্ছেন বা যুগিয়েছেন তাদের প্রতিই বেশি মনযোগী হয়ে থাকেন। দুর্নীতিমুক্ত সরকারী তহবিলের যোগান বৈধভাবে হলে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল এবং সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যাবে কিন্তু অর্থ যেহেতু রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ তাই দুর্নীতির ঝুঁকি থেকেই যায়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে অর্থের বহুমুখী কুপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও রাজনীতির সংগে অর্থ একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এক কথায় অর্থ ছাড়া রাজনীতি একেবারেই অচল। আর তাই উক্ত নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে আমাদের অবশ্যই অর্থের ইতিবাচক দিকগুলোও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা থাকে। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যেসব সমস্যা বা বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলিকে প্রাসঙ্গিকভাবে নিরুপন করতে হবে এবং সেই সংগে সংগে অন্য দেশগুলো যেসব ভুল করেছে এবং

ক্রমে ক্রমে যেভাবে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করেছে সেইসব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

রাজনৈতিক অর্থায়নে প্রধান প্রধান কি কি অন্তরায় রয়েছে এবং সেখান থেকে উত্তরনের কি কি পথ রয়েছে সেসব বিষয় নিয়েই এই গবেষণাপত্রটি প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজনীতিতে অর্থ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সমস্যা রয়েছে কিন্তু আলোচ্য গবেষণাপত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এবং এটি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা ও সমস্যা রয়েছে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

এছাড়াও বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অর্থায়ন কিভাবে নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে, তার জন্য কি কি বিধান রয়েছে এবং সেই বিধানগুলো কিভাবে আরও কার্যকরীভাবে আরোপ করা যেতে পারে উক্ত গবেষণাপত্রে সেসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত বিধি, অনুদান ও খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং সাধারণ তহবিল সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং সেই সংগে বৈশ্বিকভাবে রাজনীতিতে অর্থের অসচেতন ব্যবহারের ফলাফল ও সেখান থেকে আমাদের কি শিক্ষা নেওয়া উচিৎ সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, আমরা রাজনৈতিক অর্থায়ন বলতে রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযান সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থায়ন বুঝিয়েছি। তবে এই অর্থায়নের বিষয়টি যে কেবল এই দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় বরং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তব্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অর্থের বিনিময়ে কিনে নেওয়ার বিষয়গুলোও এই রাজনৈতিক অর্থায়নের মধ্যেই পড়ে।

রাজনীতিতে অর্থের সম্ভাব্য সমস্যাবলীঃ

যদিও বিশ্বজুড়ে আধুনিক রাজনীতিতে অর্থের কোন বিকল্প নেই কিন্তু এই অর্থই আবার কখনো কখনো গনতন্ত্র'র, জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। আর সার্বজনীন এই সমস্যাগুলো কোন না কোন ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা যারা নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন তাদের সংগে ভোটারদের দূরত্ব তৈরি করছে। তবে বিভিন্ন দেশে এই সমস্যাগুলোর ধরণ বিভিন্নরকম হতে পারে। এবার আমরা কিছু সাধারণ সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলো স্থানভেদে মোটামুটি একইরকম, এগুলো হলঃ

বিত্তশালী মাত্রই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেঃ

"এক ব্যক্তি, এক ভোট"- এটি বিশ্বজুড়ে নির্বাচনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি কিন্তু অর্থ- সম্পদের ভিন্নতার কারণে অন্যদের চেয়ে বিত্তশালীদের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর এই অর্থের জোরে তারা রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথা সকল ক্ষেত্রে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ।

ব্যবসায় থেকে প্রচারনায় অনুদান সরকারী অর্থসংস্থানে দুর্নীতির পথ সুগম করতে পারেঃ

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অনুদানের জন্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে অনুমতি দিয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও আশংকা দেখা দেয় যে, যেসব কোম্পানিগুলো নির্বাচনের সময় তাদের সমর্থন যুগিয়েছিল নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেসব কোম্পানিগুলোর প্রতি তারা হয়তো পক্ষপাতমূলক আচরন করতে পারেন। আর এসব বিষয়গুলো দেশ ও জাতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যা কেবল শুধু যে গণতন্ত্রকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে তা কিন্তু নয় বরং একটি দেশের সুশাসন ও সরকারের কার্যকারিতারও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারঃ

পৃথিবীর সকল দেশেই, ক্ষমতাসীন দলের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের অবাধ সুযোগ থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই যে, দীর্ঘদিন নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা এই ধরণের সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে নানাভাবে মহামূল্য এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথেচ্ছা অপব্যবহার করে থাকে। আলোচ্য প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অবৈধ তহবিল রাজনীতিকে প্রভাবিত করেঃ

বর্তমান বিশ্বের কিছু কিছু অংশে একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, আর তা হল রাজনীতিতে অবৈধ তহবিলের কুপ্রভাব। কিছু কিছু সময় অপরাধীরা দেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় অংশ নিতে চায় যাতে করে তারা তাদের কৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে অথবা নির্বাচনী প্রচারনার সময় বিপুল পরিমানে অর্থ আত্মসাৎ করতে পারে। তাছাড়া অপরাধীরা তাদের অবৈধ কার্যক্রমের উপর তদন্ত এড়াতে রাজনীতিবিদদের উপর তাদের পক্ষপাতমূলক প্রভাব বিস্তারের জন্য নানা ক্ষেত্রে অনুদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

বিদেশি অর্থায়নের প্রভাব জাতীয় রাজনীতির সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপঃ

এমনকি আমাদের এই ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের যুগেও, প্রতিটি দেশেরই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারনার অর্থ যদি বিদেশী কোন উৎস থেকে আসে তাহলে এটা নিশ্চয়ই অনুমান করা ভুল হবে না যে ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতিবিদেরা দেশের ভোটারদের স্বার্থের প্রতি নয় বরং বিদেশি স্বার্থের প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। আর যদি এটি ব্যাপক আকার ধারন করে তবে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

উচ্চ পর্যায়ের প্রচারনা ব্যয়, নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থানের অন্তরায়ঃ

যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার অবৈধ প্রভাব বিস্তার নাও করে, এমনকি সেখানে যদি কোন প্রকার অবৈধ বা বিদেশি অর্থায়নও না থাকে তার পরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থ বিভিন্নভাবে

নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যদি উচ্চ পর্যায়ের খরচের কারণে নতুন কোন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে না পারে সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই প্রতিপক্ষ নির্বাচনের আগেই এক ধাপ এগিয়ে থাকেন। বিত্তশালী অংশীজনের কাছে মহিলাদের উঠা-বসা/মেলা-মেশা কম থাকায় মহিলা যারা রাজনীতিতে আগ্রহী হন তারা নির্বাচনী প্রচারনায় উচ্চ অর্থায়নের খরচ মেটাতে প্রায়শঃ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

ভোট ক্রয়ঃ

জনসমর্থন ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যয়ের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের প্রচেষ্টা বর্তমানে বিশ্বের বহু অংশে যেন একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনো কখনো সরাসরি লেনদেনের মাধ্যমে ভোট ক্রয় করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটার তার মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে ব্যালট পেপারের ছবি তুলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে হস্তান্তর বা প্রদর্শনের বিনিময়ে অর্থ পেয়ে থাকেন। আবার কখনো কখনো পরোক্ষভাবে বা সাম্প্রদায়িকভাবেও ভোট ক্রয় করা হয়ে থাকে, যেখানে সম্প্রদায় বা ধর্মীয় নেতাদের নির্দিষ্ট কোন সুবিধা দেওয়া হয় এবং ফলশ্রুতিতে তারা তাদের অনুসারীদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা পক্ষকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করে থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই, ভোট ক্রয় একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য সংকটজনক অন্তরায় হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারঃ

> “রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্ষমতাসীন দলের কব্জায় রাখলে তা কেবল নির্বাচনী প্রতিযোগিতাকেই ধূলিসাৎ করে না বরং সেই সাথে সরকারের গুনগতমানের উপরও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।”
>
> স্পেক, ব্রুনো এবং ফোনান্তান, অ্যালেসান্দ্রা
> (Milking the System প্রকাশনা থেকে)

একটি নির্বাচনে অনেক প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। তবে কিছু কিছু প্রার্থী থাকেন যারা ক্ষমতাসীন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। যেহেতু তারা ক্ষমতাসীন থাকেন সেহেতু রাষ্ট্রীয় তহবিল ব্যবহার করার অবাধ সুযোগও থাকে তাদের কাছে। আর নির্বাচনের সময় এই তহবিল ব্যবহারের লোভ সামলানো তাদের জন্য প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আফগানিস্থান থেকে জিম্বাবুয়ে সব জায়গাতেই একটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ক্ষমতাসীন দল যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রেই তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অনধিকার ব্যবহার করে থাকেন। আর এর ফলে বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযান আরও বেশি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র এবং সরকারী দলের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনোভাবেই এদের একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা যায় না। তাই এসব ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রকে পড়তে হয় হুমকির সম্মুখে।

চিত্র ২- রাষ্ট্রীয় সম্পদের ধরণ

ক্ষমতাসীন দল ও রাজনীতিবিদেরা প্রায়ই সুযোগ খুঁজতে থাকে যে কিভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ- দখল করা যায়। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলতে কেবলমাত্র যে অর্থকেই বোঝানো হয়ে থাকে তা কিন্তু নয় বরং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ যেমনঃ ব্যক্তিগত ও সরকারী গণমাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যমও রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আর এজন্যই অনেক দেশে সরকারী গণমাধ্যম সর্বদাই সরকারের পক্ষপাতমূলক খবরই প্রচার করে থাকে যা সরকারী গণযোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন দল তাদের বৈধ ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ করে সে ধরণের আইনই প্রণয়ন করে থাকেন যা তাদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধাজনক। অপরাধ ও দণ্ডবিধি থেকে শুরু করে ভোটগ্রহন প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রেই তারা এ ধরণের আইন প্রণয়ন করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনে জেতার জন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের প্রতিপক্ষ দলের সংগে এমন কিছু করে থাকে যাতে করে ঐ দলের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষমতাসীন দল নানা সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থারও অপব্যবহার করে তাদের স্বার্থসিদ্ধ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমনঃ বিরোধী দলসমুহকে সভা ও মিছিল করতে না দেওয়া, তাদের আর্থিক সমর্থকদের নানাভাবে হয়রানির শিকার করা ইত্যাদি।

অপব্যবহারের যেমন বিভিন্ন ধরণ আছে, তেমনি বিভিন্ন আইনি বিধি বিধানের মাধ্যমেও এগুলো রোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। নিম্নে এগুলো পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

- সরকারী কোন কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান কোন রাজনৈতিক দল বা নেতাকে কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করবে না বা তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরন করবে না।
- সরকারী কোন কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান কিছু নির্দিষ্ট সময়ে (যেমনঃ নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় বা ঐ সময়ে সরকারের কোন উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা ইত্যাদি) নির্দিষ্ট কিছু কাজ করবে না।
- কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা সরকারী কোন কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান এর নিকট থেকে কোন প্রকার সুবিধা চাইতে বা নিতে পারবে না।

উপর্যুক্ত বিধানগুলোর প্রয়োগ যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে পারলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার বহুলাংশেই লাঘব করা সম্ভব হবে। তবে বিরোধী দলসমুহের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন না করে যেন একটি ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে কাজ করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রাজনীতিতে অর্থের লাগামহীন নিয়ন্ত্রন রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারেরও অন্যতম একটি কারণ। কেবলমাত্র গুটিকতক আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার পক্ষকে যেমন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে তেমনি সমাজের সাধারণ জনগণ ও দেশের গণমাধ্যমগুলোকেও একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি যেসব দল বা রাজনৈতিক নেতারা এরূপ অসৎ

কার্যকলাপের সংগে যুক্ত থাকে, দেশের সাধারণ জনগণের উচিৎ হবে, তাদের জনসমর্থন না দেওয়া। আর এই পদক্ষেপটি যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে নয়তো নয়।

রাজনৈতিক অর্থায়নের বিধি- বিধানঃ

"যে দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়, সে দেশের আইন যথেষ্ট সমৃদ্ধ হতে হয়।"

টাকসিতাস (রোমান ইতিহাসবিদ, ৫৫- ১২০ খ্রিস্টাব্দ)

রাজনীতিতে অর্থের লাগামহীন ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের একমাত্র সাধারণ উপায় হল আইন প্রণয়ন। আইনগতভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং এই প্রকাশ (Disclosure) এর উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে প্রকাশ (Disclosure) সংক্রান্ত দুর্নীতিসমূহ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়। ব্যক্তিগত অর্থের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সরকারী তহবিল থেকে প্রায়ই রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অর্থ সরবরাহ করা হয়। উপরে বর্ণিত প্রকাশবিধি ছাড়াও রাজনীতিতে অর্থায়ন সংক্রান্ত আরও নানারকম বিধি- বিধান রয়েছে উদাহরণস্বরূপঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও গণমাধ্যম অপব্যবহার সংক্রান্ত বিধিসমূহ এবং প্রচারনা তহবিল হতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রচারনার মেয়াদ নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রণীত বিধিমালাসমূহ হচ্ছে কিছু উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে যে ধরণের আইন বা বিধিই প্রণয়ন করা হোক না কেন তাকে অবশ্যই ঐ দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

প্রকাশ (Disclosure)

রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন প্রার্থীদের অর্থ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যত বেশি সহজলভ্য হবে কার্যকরীভাবে একটি দেশের জন্য রাজনৈতিক অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ করা তত বেশি সুবিধাজনক হবে। এই তথ্য ছাড়া অন্যান্য বিধি- বিধানসমূহ মানা হচ্ছে কিনা সেটা বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন বা **United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

চিত্র ৩- বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ (Disclosure) আবশ্যকতা

অঞ্চল	রাজনৈতিক দল (বার্ষিক/নির্বাচন সংক্রান্ত)	প্রার্থী
আফ্রিকা	৬৯%/৪৯%	৪৯%
আমেরিকা	৬৪%/৬৪%	৫৭%
এশিয়া	৮৬%/৪৩%	৭১%
ইউরোপ	৮৯%/৬৬%	৬৮%
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৭৫%/৯%	৪৫%
সমগ্র বিশ্ব	৭৪%/৫২%	৬০%

এর মাধ্যমে প্রথম রাজনৈতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করা হয়। এই কনভেনশনের ৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে অর্থায়ন স্বচ্ছতা উন্নত করার লক্ষ্যে সব দেশের উপযুক্ত আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এই কনভেনশন এবং তাদের নিজ নিজ দেশের আইনের মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ করে প্রণয়ন করতে হবে।[1]

তবে সব দেশে এই নীতিগুলো গৃহীত হয়নি। চিত্র- ৩ এ ২০১১ সালের শেষ দিকের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রকাশ সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদনের ফলাফল দেখানো হয়েছে।[2] তবে চিত্রে প্রদর্শিত প্রত্যেকটি তথ্যই যে শতভাগ নির্ভুল তা বলা যাবে না অথবা এটা বলা যাবে না যে, প্রতিবেদনসমূহ সতর্কভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল ও নেতাদের জন্য প্রকাশ (Disclosure) প্রক্রিয়া প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াটি প্রত্যেকটি দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সংগে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যেমনঃ একটি দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং সেটার সংগে সেখানকার রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী প্রার্থীদের মানিয়ে চলার ক্ষমতা- এ বিষয়টির উপর নির্ভর করবে উক্ত দেশে কি ধরণের প্রকাশ প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নিয়ম- নীতিগুলো নমনীয় হতে হবে এবং এমন কঠিনভাবে প্রস্তুত করা যাবে না যাতে করে এটি মেনে চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় এটা মনে করা হয় যে, রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে অর্থদাতারা বিরোধী পক্ষে অনুদানের ক্ষেত্রে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করে থাকেন আর এতে করে ক্ষমতাসীন দলেরই লাভ হয় বেশি। তবে সকল ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়।

অনুদান ও ব্যয়সীমা ও নিষেধাজ্ঞাঃ

কিছু কিছু সময় যুক্তি দেখানো হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীদের অর্থায়ন উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার আইন বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে নির্বাচক মণ্ডলী প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপঃ কোন রাজনৈতিক দল যদি উপঢৌকনের জন্য দিগুণ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তাহলে নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে তথা ভবিষ্যতে পুনঃনির্বাচিত না করে উক্ত রাজনৈতিক দলকে শাস্তি দিতে পারে।

যা হোক এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এ পদ্ধতি সকল ক্ষেত্রে কার্যকর নাও হতে পারে। যেক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলীর সরকারী তহবিল ব্যবহারের সুযোগ খুব কম থাকে অথবা গণমাধ্যমের কোন স্বাধীনতা থাকে না সেক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীদের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আর এই সমস্যা সমাধানের জন্যই নানারকম বিধি- বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেই ক্ষেত্রে কেবল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই এসব

[1] UNCAC Article 7(3).

[2] Data from International IDEA (2012) see “Resources.”

বিধান প্রণয়ন বা আরোপ করা যাবে না বরং বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীদের মূল লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করে এবং তাদের গতিবিধি ও ভাবধারার কথা মাথায় রেখে সকল প্রকার বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র ৪- অনুদান ও ব্যয়ের উপর নিষেধাজ্ঞার ধরণ

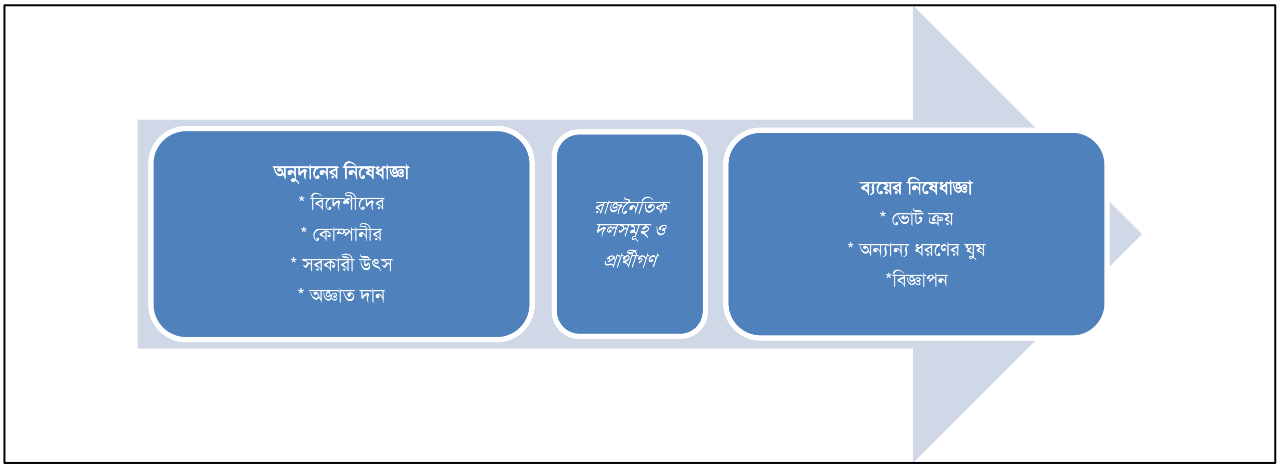

রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীদের “অবাঞ্ছিত” আর্থিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রনের অন্যতম একটি উপায় হল নিষেধাজ্ঞা আরোপ। “অবাঞ্ছিত” উৎস (যেমনঃ বৈদেশিক উৎস) থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংগঠন IDEA প্রকাশ করে যে, ১৬১ টি দেশের প্রায় ৭০ শতাংশই এই বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[3] কিছু কিছু দেশ আবার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এই আশংকায় যে, পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠান হয়ত ঐসব রাজনীতিবিদদের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৬৪ টি দেশের প্রায় ২২ শতাংশ এরূপ অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। এছাড়াও আইনসম্মত বিধানের ব্যতিরেকে, সরকারী তহবিল থেকে অনুদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ‘বেনামি অনুদান’ এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কারন যদি এটাকে চলতে দেওয়া হয় তাহলে বেনামি অনুদানের আড়ালে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত কোন উৎস থেকে অনুদানটা আসছে কি না পরবর্তীতে সেটা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। IDEA’র তথ্য

[3] Data from International IDEA (2012), see “Resources.” A sometimes controversial issue is whether citizens of the country residing abroad should be allowed to contribute to election campaigns. This may seem a reasonable principle, but in many countries, citizens residing abroad do not have a right to vote. It becomes very difficult to confirm that donations coming from outside of the country originate from a citizen and not foreign interests.

অনুযায়ী ১৫২ টি দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ হয় এই বেনামি অনুদানকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছে অথবা এই ধরনের অনুদানের একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

ব্যয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে তা নিঃসন্দেহে ভোট ক্রয় এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদানের মতো দুর্নীতি রোধে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। আবার কিছু কিছু দেশ নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের সুযোগের সমতা সংক্রান্ত বিধান বিত্তশালী প্রার্থীদের অতিরিক্ত সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার অনন্য এক উপায়। তবে অনেক সমালোচকদের ধারনা এটি বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

আবার কিছু কিছু দেশ নির্বাচনী ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলীর উপর সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করে সেগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দেয় যেমনঃ রাজনৈতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করে দেয়। মনে করা হয় যে, এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবৈধ প্রভাব বিস্তারে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব ফেলবে। এধরনের সীমিত অনুদান ব্যবস্থা রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীদের জনগণের সহযোগিতায় তহবিল সংগ্রহ করতেও বাধ্য করতে পারে। যার ফলে রাজনীতিতে জনগণের আস্থা এবং অংশগ্রহণ উভয়ই বাড়বে বলে আশা করা যায়।

রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন প্রার্থীরা কোথায়, কখন, কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন সেগুলোর উপরেও সীমারেখা নির্দেশ করে দেয়া যায়। বিশ্বের অনেক দেশে বিত্তশালী ও সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার জন্য ঢাল হিসাবে এ ব্যবস্থাটিকে ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে আবার যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে দেশের বর্তমান অর্থনীতি ও দারিদ্রসীমার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রেও ব্যয়ের উপর একটি সর্বোচ্চ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। IDEA’র তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৩০ শতাংশ দেশ রাজনৈতিক দলের উপর এবং ৪৫ শতাংশ দেশ নির্বাচন প্রার্থীদের উপর সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা নির্দেশ করে দেয়।

অনুদান ও ব্যয় সীমা এবং নিষেধাজ্ঞা রাজনীতিতে অর্থ নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হতে পারে। তবে যাই হোক, এই ধরনের নীতিমালা প্রণয়নে যতক্ষণ নিষেধাজ্ঞা এবং সীমানা ভঙ্গের মাপকাঠি সহ প্রতিবেদন প্রকাশ (Disclose) করার কার্যকর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা না থাকবে সেক্ষেত্রে একটি কিন্তু থেকেই যায়। সাধারণভাবে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হলে এবং তা ভঙ্গ হলে শাস্তি পেতে হবে যদি এমন অর্থ প্রকাশ না করে এবং প্রচ্ছন্ন হুমকি না থাকে তবে এই সীমার কোন কার্যকারীতা থাকবে না।[4]

[4] The most effective way of ensuring compliance with spending limits is to set the limit so high that no one could reach it. This would, however, remove any purpose of the regulation.

রাজনৈতিক দলসমূহ এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের সরকারী তহবিলঃ

বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনী আচার ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়ম কানুনের প্রকারভেদ নিয়ে ইতোমধ্যে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।[5] ভূমিকা অংশে উল্লেখিত আলোচনার সূত্র ধরে আমাদেরকে বলতেই হবে, অর্থ হচ্ছে রাজনীতির একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ এবং ফলপ্রসূ আলোচনা ও প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকেও রাষ্ট্রীয় বাজেটের “পরিস্কার” ও “নিয়ন্ত্রিত” বিধানাবলী রাজনীতিতে অর্থের নেতিবাচক প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে সাহায্য করতে করতে পারে।

সরকারী অফিস দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলোকে এবং প্রার্থীদেরকে সরকারী অনুদান সম্পর্কিত বিধান ১৯২০ সালের গোঁড়ার দিকে লাতিন আমেরিকার কিছু দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল যা পরবর্তীতে ১৯৬০ সালের দিকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে এই পদ্ধতি পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে বসবাসরত জাতির ক্ষেত্রে কার্যকর।

সরকারী অনুদান বিষয়ক বিতর্কে প্রস্তাবকরা বলেছেন যে, এরূপ অর্থায়ন নির্বাচনী পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং উদীয়মান ও ছোট রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তারা আরও দাবী করেন, এই ধরনের অর্থায়ন, রাজনীতিবিদদের অবৈধ অর্থের প্রতি যে ঝোঁক বা রাষ্ট্রের সম্পদের অপব্যবহারের যে মানসিকতা তা রোধ করতে সাহায্য করবে। সমালোচকদের ভয় হচ্ছে সরকারী অনুদানের এই বিধান রাজনীতিবিদ এবং সমর্থকদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করবে এবং রাজনৈতিক দল গুলোকে সমাজের পরিবর্তে দেশের অনুষঙ্গ হিসেবেই ভাবা হবে। তারা আরও বলেন, যে রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠন করেছিল সরকারী অনুদান যদি শুধুমাত্র তাদেরকেই দেওয়া হয় তাহলে নতুন দল গুলোর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অনেক কষ্ট সাধ্য হবে।

সরকারী অনুদানের ব্যাপারে এখানে কয়েকটি বিষয়কে সামনে তুলে ধরে এসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে,

- যোগ্যতার মাপকাঠি (কাকে অনুদান দেওয়া উচিত?)।
- বরাদ্দ প্রক্রিয়া (যদি সবাই যোগ্য বিবেচিত হয় তবে তারা প্রত্যেকেই কি একই অংকের অর্থ বরাদ্দ পাবে? বা যারা সমর্থকদের নিকট জনপ্রিয় তারা বেশি অর্থ বরাদ্দ পাবে?)।
- সমর্থনকাল (নির্বাচনের পূর্বে বা পরে অথবা সারা বছরই তারা জনগণ দ্বারা সমর্থিত)।
- জন সমর্থনের ধরণ (নগদ অর্থ বা আয়কর রেয়াতের মত পরোক্ষ অর্থায়ন অথবা গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ?)

[5] This section draws on the chapter on public funding in *Regulating Political Finance, the Global Experience*(2009) and ongoing research.

প্রয়োগঃ

> “যেখানে অনেক আইন সেখানে সবচেয়ে কম প্রয়োগ হয়।”[6] (বজ্র আটুনী ফস্কা গেরো)
>
> মাইকেল পিন্টো- দাস্তিন্সকি (রাজনৈতিক অর্থায়ন বিশেষজ্ঞ)

উপরে আলোচিত আনুষ্ঠানিক নীতিমালা গুলো রাজনীতিতে অর্থের কুপ্রভাবে বাধা দিতে সহায়ক হতে পারে। যাইহোক, এটি তখনই সত্যি হবে যখন নীতিমালাগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগ হবে। প্রকাশ করার শর্ত এবং অন্য আনুষ্ঠানিক নীতিমালা গুলো প্রত্যেকটি অনুগামী এবং প্রয়োজনীয় কিন্তু রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই যথেষ্ট নয়।

এখানে বলে রাখা ভালো শুধু মাত্র গণতন্ত্রের উত্থানের জন্যই প্রয়োগ করার বিষয়টির জন্য নয়। হানি জেইনুলভাই ২০০৯ সালে আই.এফ.ই.এস. থেকে প্রকাশিত বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় রাজনৈতিক অর্থায়নের পরিচালনা বিষয়ক নিবন্ধের রাজনৈতিক অর্থায়নের বাস্তবিক সমাধান, প্রয়োগ এবং তত্ত্বাবধান বিষয়ক অধ্যায়ে বলেছেন, “শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনে পারদর্শী হয়ে উঠেন। দ্বিস্তর বিশিষ্ট হিসাব এবং ইচ্ছামাফিক খরচ করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করেন।”[7]

ফলপ্রসূ ভাবে নীতিমালা প্রয়োগ করার জন্য একটি সাধারণ সুপারিশ হচ্ছে, এই বিষয়ে দায়িত্বশীল সংস্থা গুলোর সুস্পষ্ট ম্যানডেট থাকবে এবং বিদ্যমান নীতিমালা গুলোর লঙ্ঘন সনাক্তকরণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে। অনেক দেশেই নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক অর্থায়নের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করাও একটি দায়িত্ব। তবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি হতে পারে একটি কমিশন, হতে পারে একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আদালত।

চিত্র ৫- প্রয়োগের ধরণ

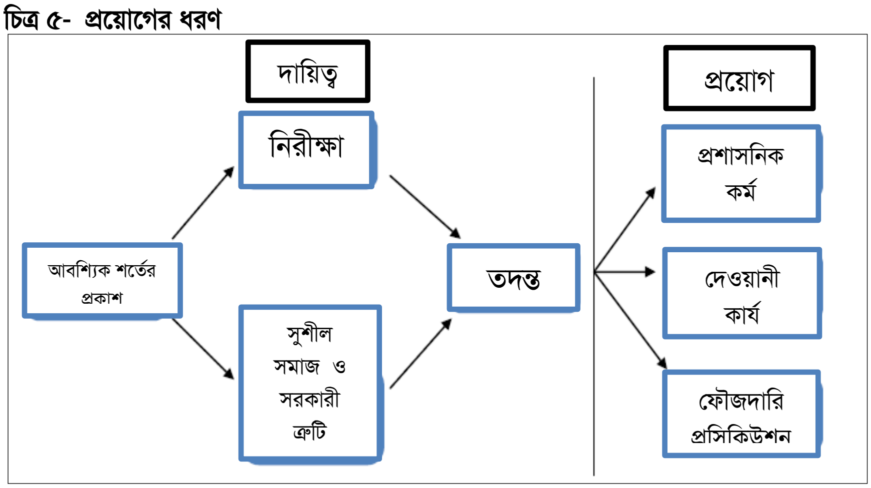

সংস্থাটি যে প্রকারই হোক, তা ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রের প্রধানকেও এই

[6] Pinto-Duschinsky, Michael. Taking Democracy Seriously Series, No. 1. *Political Finance in the Commonwealth*. Commonwealth Secretariat, London, 2001. pg 25.
[7] Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani. *Regulating Political Finance, the Global Experience*. International Foundation for Electoral Systems, Washington, 2009.

তত্ত্বাবধানের আওতায় আনতে হবে। ফলশ্রুতিতে, সংস্থাটিকে আর্থিক প্রতিবেদন তদন্ত না করার ব্যপারে প্রচণ্ড চাপের মুখোমুখি হতে পারে। যে ব্যক্তি রাজনৈতিক অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিরপেক্ষ ভাবে তত্ত্বাবধান করবে তার চাকরী জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এই কারনে এই ধরনের সংস্থাতে কর্নধারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্থাটি স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রনের জন্য নিজস্ব বাজেটের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে যথার্থ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। যথার্থ ক্ষমতার ধরন হবে ক্ষুদ্র অনিয়মের জন্য হালকা প্রশাসনিক শাস্তির বিধান থেকে শুরু করে আর্থিক বিবরনী ধার্যকৃত সময়ের পর দাখিলের জন্য নির্বাচনী প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিবেচনায় আনা যেতে পারে যদি প্রত্যাখ্যান সরাসরি প্রতিবেদনের শর্তাবলীর সাথে মানানসই হয়। চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে যদি একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ভোট ক্রয় বা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এবং সরকারী অনুদানের অপব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং প্রমাণিত হয় তবে ঐ রাজনৈতিক দলের সমাধিও রচিত হতে পারে। এই ধরনের ক্ষমতা দেওয়ানী এবং ফৌজদারি উভয় প্রকৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রক্রিয়াটি যাই হোক, ক্ষতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলটির আপীল করার ক্ষমতা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়।

খুব স্পষ্ট ভাবে এই কথা বলা যাবে না যে, সুস্পষ্ট বৈধ আজ্ঞা এবং প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সামর্থ্য ছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিদ্যমান নীতিমালা সমূহ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা অবশ্যই থাকতে হবে এবং এই বৈশিষ্ট্য গুলোর অনুপস্থিতিতে বৈধ নীতিমালাও উপেক্ষিত হবে।

সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকাঃ

“কোন কিছু পেতে হলে সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়!”

দান্তে আলেগিরী (ইতালীয় কবি, ১২৬৫-১৩২১)

যেখানে প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ একটি সক্ষম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তার যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব সেখানে রাজনীতিতে অর্থের নিয়ন্ত্রণও গুরুত্বপূর্ণ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আইনের প্রয়োগ যথাযথ না হলে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কখনো যথেষ্ট হতে পারেনা। একটি রাজনৈতিক কাঠামোর ভিতরে এবং বাহিরে অর্থের প্রবাহ তত্ত্বাবধান করার জন্য অন্য স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় ভূমিকা রাখা দরকার। প্রকৃতিগত ভাবেই রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দল গুলোর দায়িত্বশীল আচরণের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন না হলে রাজনীতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি হবে না।

সুশীল সমাজঃ

চিত্র ৬ – রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজের ভূমিকা।

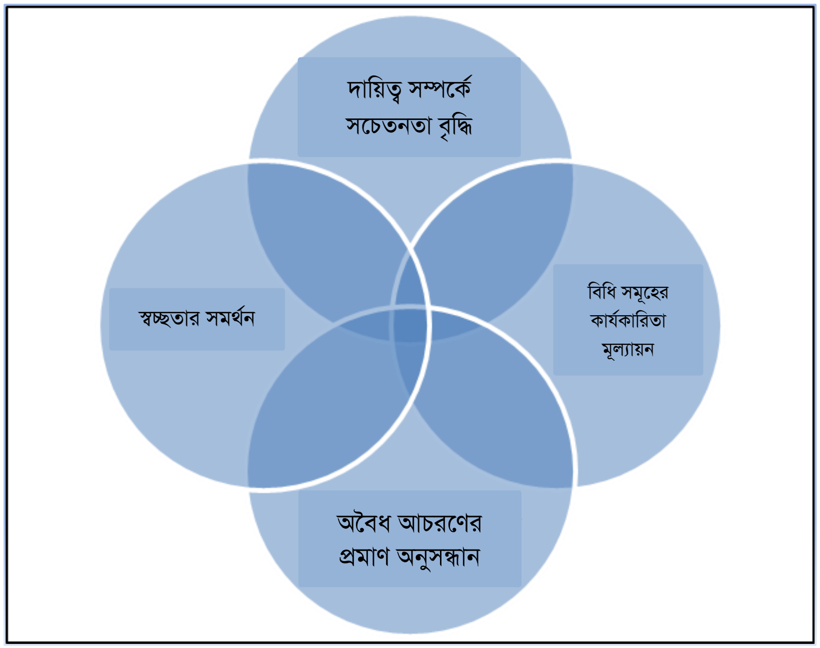

রাজনীতিতে অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সদস্যদের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা জনগণকে ভোট ক্রয়ের কুফল, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এবং প্রতিটি দেশের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন করে তুলবে। তারা রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীদের আচরণের উপর নজর রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ঐ ধরনের সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাও থাকতে পারে। এই ধরনের প্রকল্প বিভিন্ন দেশে কাজ করছে এবং স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে রাজনীতিতে অর্থায়নের বিষয়টি চিহ্নিত করছে তাদের কাজের মাধ্যমে (বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক অর্থায়নের উপর নজরদারি অবশ্যই সবসময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়)।

গণমাধ্যমঃ

বিদ্যমান এবং নতুন গণমাধ্যমসমূহের দায়িত্ব হচ্ছে রাজনীতিবিদেরা কোথা থেকে অর্থ পাচ্ছে এবং কিভাবে তা ব্যবহার করছে সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা। অসদাচরণ এবং যথাযথ বিধানাবলী ও সামাজিক রীতি নীতি ভঙ্গ করে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জনপ্রিয়তা ছাড়াই শুধু অর্থের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চায় তাদের এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে গণমাধ্যম তাদের শাস্তির পথ ত্বরান্বিত করতে পারে।

নিয়মিত সংস্কার কার্যের পেছনে একটি উপাদান লক্ষণীয়ভাবে মূল চালিকা শক্তি হতে পারেঃ স্ক্যান্ডাল (অপবাদ)। যদিও সকল ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডাল (অপবাদ) রাজনৈতিক অর্থায়নের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা/ আবির্ভাব ব্যাখ্যা করতে পারে না, তবুও এটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত প্রবিধানগুলো প্রচারনা বিধান ভঙ্গের জন্য যদি জনগন তাদের সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তবে তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যত্যয় প্রতিরোধের জন্য কোন কিছু করার দাবী করতে পারে। নির্বাচন ক্রাইম শাখার প্রাক্তন পরিচালক জাস্টিস ক্রেইগ ডনাস্ত জোর দিয়ে বলেছেন

"রাজনৈতিক অর্থায়নের স্ক্যান্ডালে (অপবাদ) একটি দেশ কিভাবে সাড়া দেয় তা ঐ দেশের গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।"[8]

সুদূর প্রসারী চিন্তা করলে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, গণমাধ্যম (মিডিয়া) শুধু মাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্ক্যান্ডালেই (অপবাদ) দৃষ্টিপাত করেনা বরং সমালোচনামূলক ভঙ্গিতে পরিস্থিতির উন্নয়নের দিকেও ধাবিত করে। নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের মুখে উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি থাকলেও নির্বাচনের পরেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভূলে যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়।

উপসংহারঃ

"অর্থ স্বাধীনতা আনতে পারে না
স্বাধীনতাই কেবল পারে।"

নেলসন মেন্ডেলা, (দক্ষিন আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)

২০০৯ সালে আই.এফ.ই.এস. এবং অন্য সংস্থা গুলো বিগত কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতার উপর কাজ করে কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছে। যদিও দেশ এবং অঞ্চল ভেদে এই ধরনের অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে তবুও বিশ্বব্যাপী ৫ টি বিষয়ের উপর একমত হওয়া গিয়েছিল, সেগুলো নিম্নরূপ,

১। গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতি করার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবদান রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক তহবিলের সুযোগ থাকতে হবে যেন সুস্থ প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে;

২। রাজনীতিতে অর্থ সবসময়ই মাথা ব্যথার একটি অংশ এবং সে জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন কাম্য।

৩। রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব নিয়ন্ত্রনের কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং তৎসম্পর্কিত উপাদানগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে।

৪। কার্যকর নিয়মকানুন এবং রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রকাশ (Disclosure) রাজনীতিতে অর্থের প্রতিকূল প্রভাবজনিত ভূমিকা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে যদি নিয়মকানুন গুলো সুষ্ঠু ভাবে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা যায়।

৫। রাজনৈতিক অর্থায়নে পর্যবেক্ষণ নির্ভর করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালিত কতিপয় অংশীজনের (যেমনঃ নিয়ন্ত্রক, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যম) পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া ও কার্যকলাপের উপর।

[8] Donsanto, Craig. "From Crisis to Reform, a Historical Perspective" in *Democracy at Large*, Vol 2, No 4 2006, pg 11.

উপরের আলোচনা ছাড়াও আরও অনুধাবন করতে হবে যে, রাজনৈতিক অর্থায়নের উপর কার্যকর পর্যবেক্ষণ (যদিও কখনই সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়) অর্জন করতে হলে কয়েক বছরে নয় বরং কয়েক দশক লেগে যাবে। কেউ যদি রাজনৈতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ দিন কাজ করতে হবে।

যাই হোক, এই বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা না হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে ব্যালট পেপার নয় বরং অর্থের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই কথা বলার ঝুঁকি থেকেই যাবে। সকল অংশীজনদের মিলিত প্রচেষ্টাই পারে অর্থের প্রভাব মুক্ত কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

সহায়তাসমূহঃ

Group of States against Corruption (GRECO) Information about efforts regarding political finance in the Council of Europe region. Available at http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/

International IDEA (2012) *Political Finance Database*. Available at http://www.idea.int/political-finance/

Library of Congress (2011) *Campaign Finance: An Overview.*Available at http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/index.php

Nassmacher, Karl-Heinz (2009) The Funding of Party Competition: Political Finance in 25 Democracies. Nomos.

Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani (eds) (2009) *Regulating Political Finance, the Global Experience*. International Foundation for Electoral Systems, Washington. *Available in English, Dari, French, Pashto and Russian on*http://www.ifes.org/Content/Publications/Books/2009/Political-Finance-Regulation-The-Global-Experience.aspx

Open Society Justice Initiative (2004) *Monitoring Election Campaign Finance: A Handbook for NGOs*. Available at http://www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/monitoring_20041123

Pinto-Duschinsky, Michael (2011) *International Comparisons*. Study prepared for the Inquiry into Party Funding, United Kingdom Committee on Standards in Public Life July 2011. Available at http://www.public-standards.org.uk/Library/Pinto_Duschinsky___International_Comparisons_August_2011.pdf

U4 Anti-Corruption Resource Centre, *Money in Politics*. Available at http://www.u4.no/themes/money-in-politics/

Transparency International and the Carter Center, *TheCrinis Project*http://www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis